সন্তানদের অপেক্ষায় রামেক হাসপাতালের হিমঘরে এন্ড্রু কিশোরের মরদেহ

বাংলাদেশের প্লেব্যাক সম্রাট কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী এন্ড্রু কিশোরের মরদেহ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালের হিমঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সোমবার রাত ৯টা ৪০ মিনিটে মহানগরীর মহিষবাথান এলাকায় থাকা বড় বোনের বাসা থেকে এন্ড্রু কিশোরের মরদেহে একটি স্ট্রেচারে করে বের করা হয়। এরপর অ্যাম্বুলেন্সে করে তার মরদেহ হিমঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। এসময় ওই বাড়িতে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়।

তার অসংখ্য ভক্ত অনুরাগী ও শুভাঙ্ক্ষী শোকে স্তব্ধ হয়ে পড়েন। সবাই শেষবারের মত তাকে একনজর দেখতে ভীড় করেন। প্লেব্যাক সম্রাট এন্ড্রু কিশোরের বন্ধু রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. দীপকেন্দ্র নাথ দাস জানান, এন্ড্রু কিশোরের বাবার নাম ক্ষিতিশ চন্দ্র বাড়ই। মায়ের নাম মিনু বাড়ই। এন্ড্রু কিশোর সংসার জীবনে স্ত্রী লিপিকা এন্ড্রু এবং সজ্ঞা
(২৬) নামে এক মেয়ে ও সপ্তক (২৪) নামে এক পুত্র সন্তান রেখে গেছেন। তার দুজনই বর্তমানে অস্ট্রেলিয়াতে পড়াশোনা করছেন।

সজ্ঞার পড়াশোনা প্রায় শেষের দিকে। তারা দেশের পথে আছেন। মূলত তারা ফিরলেই এন্ড্রু কিশোরের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের ব্যাপারে দিনক্ষণ ঠিক করা হবে। একই সাথে তাকে সমাহিত করার বিষয়েও সিদ্ধান্ত হবে। তবে রাজশাহীতেই তাকে সমাহিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরিবর্তন হলে তা পরে গণমাধ্যমকর্মীদের জানিয়ে দেওয়া হবে। সেসময় পর্যন্ত তার বন্ধু এন্ড্রু কিশোরের মরদেহ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হিমঘরেই রাখা হবে। রাতেই তার মরদেহ সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। এখন কেবল সন্তানদের জন্য অপেক্ষা।

সন্তানরা যেদিন আসবে- সেদিন এন্ড্রু কিশোরের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে বলেও উল্লেখ করেন সদ্য প্রয়াত এই বরেণ্য শিল্পীর বন্ধু ড. দীপকেন্দ্র নাথ দাস। তবে সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে তাকে তার মায়ের পাশেই সমাহিত করা হবে বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। মারা যাওয়ার আগে তিনি বলে যান তাকে যেন মায়ের

পাশেই সমাহিত করা হয়। আর তার শেষ এই ইচ্ছে পূরণ হচ্ছে। এন্ড্রু কিশোরের বোনের স্বামী ডা. প্যাট্টিক বিপুল বিশ্বাস জানিয়েছেন, এখন তার মরদেহ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হিমঘরে থাকছে। মৃত্যুর আগে এন্ড্রু কিশোর নিজেই বলে গেছেন তাকে যেন মায়ের পাশেই সমাহিত করা হয়। সেই ইচ্ছাই মায়ের পাশেই তাকে সমাহিত করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। তিন্তু কখন সমাহিত করা হবে এটা ঠিক করা হয়নি।

সোমবার সন্ধ্যা ৬টা ৫৫ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তার মৃত্যুর খবর মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে শোকে মুহ্যমান হয়ে যায় পুরো দেশ। অনেকেই প্রিয় শিল্পীকে একনজর দেখতে রাজশাহীর মহিষবাথান এলাকায় থাকা বড় বোন ডা. শিখা বিশ্বাসের বাড়ির সামনে ভীড় করেন। মরণঘাতী ক্যান্সারের অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে এই বাড়িতেই জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়েছেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত এই সঙ্গীত তারকা।

বড় বোন ও বোনের স্বামী দু’জনই স্বনামধন্য চিকিৎসক। বাড়িটি একটি অংশেই রয়েছে ক্লিনিক। গত সেপ্টম্বরে ক্যান্সার ধরা পড়ার পর প্রায় নয় মাস সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা নেন দিনি। গত ১১ জুন এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে দেশে ফেরেন। এরপর ঢাকার মিরপুরের বাড়িতে সপ্তাহ খানেক থাকার পর গত ২০ জুন রাজশাহী আসেন। সেই থেকে বড় বোনের বাসাতেই ছিলেন। সেখানে সেবা সুস্রসা চলছিল কিংবদন্তি এন্ড্রু কিশোরের। তাই এখন ওই বাড়িটি ঘিরেই সবার কৌতুহল। এতদিন কিভাবে ছিলেন, কেমন ছিলেন, কি খেয়েছেন, কি বলে গেছেন- একে অপরে কথোপকথনের মাধ্যমে এই সব প্রশ্নই আজ জানার চেষ্টা করছেন সবাই।

উল্লেখ্য, ১৯৫৫ সালের ৪ নভেম্বর রাজশাহীতে জন্মগ্রহণ করেন এন্ড্রু কিশোর। সেখানেই কেটেছে তার শৈশব ও কৈশোর। এন্ড্রু কিশোর প্রাথমিকভাবে সংগীতের পাঠ শুরু করেন রাজশাহীর খ্যাতনামা ওস্তাদ আবদুল আজিজ বাচ্চুর কাছে। একসময় গানের নেশায় রাজধানীতে ছুটে আসেন।

মুক্তিযুদ্ধের পর তিনি রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলসংগীত, আধুনিক গান, লোকগান ও দেশাত্মবোধক গানে রেডিওর তালিকাভুক্ত শিল্পী হন। ১৯৭৭ সালে আলম খানের সুরে ‘মেইল ট্রেন’ সিনেমায় ‘অচিনপুরের রাজকুমারী নেই যে তার কেউ’ গানের মধ্য দিয়ে এন্ড্রু কিশোরের চলচ্চিত্রে প্লেব্যাক যাত্রা শুরু হয়।

সেই শুরুর পর থেকে তাকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। এন্ড্রু কিশোরের খুব জনপ্রিয় গানের মধ্যে রয়েছে- ‘হায়রে মানুষ রঙিন ফানুস’, ‘জীবনের গল্প আছে বাকি অল্প’, ‘ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে’, ‘আমার সারা দেহ খেয়ো গো মাটি’, ‘আমার বুকের মধ্যে খানে’, ‘আমার বাবার মুখে প্রথম যেদিন শুনেছিলাম গান’, ‘ভেঙেছে পিঞ্জর মেলেছে ডানা’, ‘সবাই তো ভালোবাসা চায়’, ‘পড়ে না চোখের পলক’, ‘পদ্মপাতার পানি’, ‘ওগো বিদেশিনী’, ‘তুমি মোর জীবনের ভাবনা’, ‘আমি চিরকাল প্রেমের কাঙাল’প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এন্ড্রু কিশোর আটবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারসহ অন্যান্য অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন। এছাড়া সংগীতে অসামান্য অবদানের জন্য দেশ-বিদেশের আরও বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন উপমহাদেশের খ্যাতনামা এই শিল্পী।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

মেহেরপুরে অর্জিত হচ্ছে না লক্ষ্যমাত্রা !

মেহেরপুরে ধান-চাল ক্রয়ের লক্ষ্যেমাত্রা অর্জিত হচ্ছে না। সরকারি মূল্যের চেয়ে খোলা বাজারে মূল্য বেশি থাকায় সরকারি গুদামে মিলার ও কৃষকরা ধান-চাল সরবরাহে অনিহা দেখাচ্ছেন। এ বিষয়ে নোটিশ দিয়ে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত পুনরায় সময় বাড়ানো হলেও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সম্ভাবনা দেখছে না খাদ্য অফিস। এছাড়াও লটারিতে নাম ওঠা কৃষক ব্যাতিত তালিকা ভুক্ত সকল কৃষক ধান বিক্রি করতে পারবে এমন প্রস্তাবেও সাড়া নেই।

এ বছর মেহেরপুর জেলায় চাল ক্রয়ের সরকারি লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ হাজার ৪শ ৩৮ মেট্রিকটন চাল। তবে এখনো পর্যন্ত এর শিকেভাগও অর্জিত হয়নি। জেলায় চাল সরবরাহের জন্য সরকারি লাইসেন্সভুক্ত ১৯জন মিলার রয়েছেন। তারাই মূলত প্রতি বছর এই সরকারি চাল সরবরাহ করে থাকেন। তবে এ বছর নোটিশ দিয়েও কাজ হচ্ছে না। খোলা বাজারে চালের মূল্য ৪০-৪২ টাকা কিন্তু সরকারি নির্ধারিত মূল্য ৩৬ টাকা। প্রতি

কেজি চালে প্রায় ৪-৬ টাকা লোকসান হচ্ছে বলে চাল সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে বলে দাবি করেছে বেশ কিছু মিলার। তবে চাল সরবারাহে ব্যর্থ হলে মিলারদের লাইসেন্স বাতিল হতে পারে বলে জানিয়েছে খাদ্য অফিস।

এদের মধ্যে লোমান রাইস মিলের মালিক আলী কদর বলেন, আমার বরাদ্দ ছিল ১শ ২৩ টন চাল। এখনো পর্যন্ত কোন চাল সরবরাহ করতে পারিনি। খোলা বাজারে চালের দাম অনেক বেশি। এছাড়াও ধানও কিনতে হচ্ছে প্রায় ২৬ টাকা কেজি দরে। তাই এবার চাল সরবরাহে বিরাট লোকসানের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। তবে পুন:নির্ধারিত তারিখের মধ্যেই সব চাল সরবরাহ করে দেবো।

খুশি রাইচ মিলের মালিক আজিরুল ইসলাম বলেন, আমার বরাদ্দ ছিল ৮২ মেট্রিকটন। ইতিমধ্যে প্রায় ১০টন মতো সরবরাহ করতে পেরেছি। বাজার মূল্য বেশি দাবি করে তিনি বলেন, লোকসান হলেও লাইসেন্স টিকিয়ে রাখতে বরাদ্দের সব চাল সরবরাহ করবো।

আব্বাস রাইস মিলের মালিক আব্বাস আলী বলেন, আমার বরাদ্দ ৭০ মেট্রিকটন। এখনো পর্যন্ত কোন চাল দিতে পারিনি। তবে আগামী ১০ দিনের মধ্যে ১০-১৫ টন দিবো। বাকি গুলো নির্ধারিত তারিখের মধ্যেই দেওয়ার চেষ্টা করবো।

বিগত বছর গুলোতে ধান বিক্রির জন্য কৃষকের হুড়োহুড়ি দেখা গেলেও এবছরে এর চিত্র ভিন্ন। ৩ হাজার ১শ ৩০ মেট্রিকটন ধান ক্রয়ের লক্ষ্য মাত্রা থাকলেও অর্জিত হয়েছে মাত্র ১শ ২৭ মেট্রিকটন। প্রতি বছর লটারির মাধ্যমে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয় করা হয়। এবারও তাইই করা হয়েছে। তবে লক্ষ্যমাত্রা ব্যাহত হওয়ায় লটারি বাদে তালিকাভুক্ত সকল কৃষক ধান বিক্রি করতে পারবে বলা হলেও তাতেও তেমন সাড়া নেই।

সরকারের কাছে ধান বিক্রি কেন করতে রাজি হচ্ছে না এমন প্রশ্নে কয়েকজন কৃষক জানান, সরকারের দাম খোলা বাজারের দাম প্রায় সমান। তাই ঝামেলাই না গিয়ে বাড়ির কাছে আড়ৎদারের মাধ্যমে বিক্রি করছি।

জেলা ভারপ্রাপ্ত খাদ্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ বলেন, আমরা ইতিমধ্যে সকল মিলারদের চাল সরবরাহের জন্য নোটিশ দিয়েছি। তারা অবগত করেছে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে চাল সরবরাহ করবেন। যদি এতে ব্যর্থ হয় তবে মিলারদের লইলেন্স কালো তালিকাভুক্ত হবে। একই সাথে লাইসেন্স বাতিলও হতে পারে। খাদ্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ব্যবহত হচ্ছে কেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, সরকারি নির্ধারিত

মূল্যের চেয়ে খোলা বাজারের মূল্য বেশি তাই এমনটি হচ্ছে। তবে যেকোন পরিস্থিতিতে সরকারি চাহিদা পূরণ করতে আমরা সক্ষম হবো।

চুয়াডাঙ্গার ভালাইপুর বাজারে স্থাপন হচ্ছে পুলিশ ক্যাম্প

সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে দীর্ঘ ১০ বছর চেষ্টার পরে চুয়াডাঙ্গা জেলার ভালাইপুর বাজারে পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন হতে যাচ্ছে।

গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ৯ ঘটিকার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলার ভালাইপুর বাজারে, ভালাইপুর মোড় বাজার কমিটির উদ্যোগে পুলিশ ক্যাম্প নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

বাজার কমিটির সভাপতি জনাব আমির হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদও থানার ওসি তদন্ত লুৎফর কবির।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সাবেক ১৪ নং চিৎলা ইউপি চেয়ারম্যান জনাব জিল্লুর রহমান, ইসলাম উদ্দিন চেয়ারম্যান, আব্দুস সালাম বিপ্লব চেয়ারম্যান, সৌরভ হোসেন চেয়ারম্যান, আসাদুজ্জামান কবির, আসাদুজ্জামান সুজন।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ভালাইপুর মোড় দোকান মালিক সমিতির সদস্যবৃন্দ ও ব্যবসায়ীরা।

প্রধান অতিথি বলেন, প্রায় এক বিঘা জমির উপরে এই পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হবে। ক্যাম্পের কার্যক্রম এই বছরের ভিতর শুরু করা হবে। ক্যাম্প স্থাপন হলে এলাকার ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব হবে।

উল্লেখ্য, ভালাইপুর বাজারটি চুয়াডাঙ্গা জেলার পশ্চিমাঞ্চলের সবচেয়ে জনবহুল এলাকা। এ বাজারে প্রায় পঞ্চাশটি গ্রামের লোক সমবেত হয়। কেউবা জীবিকার তাগিদে, কেউ বা ব্যবসায়ীক কাজে।

এই বাজারে প্রতিদিন প্রায় কোটি টাকার লেনদেন হয়। প্রায় ৫০০ টির ও বেশি দোকানে রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক রয়েছে চারটে। স্কুল কলেজ রয়েছে। অথচ এই বাজারে নিরাপত্তা কোন ব্যবস্থা নেই। যার কারণে ব্যবসায়ীরা হতাশা ও আতঙ্কের ভিতরে থাকে। অবশেষে ব্যবসায়ীরা অসার মুখ দেখছে ভালাইপুর বাজারে পুলিশ ক্যাম্প হওয়ার খবরে।

ঝিনাইদহে সরকারি কোয়ার্টার ও গোডাউন ভাড়ার রমরমা বাণিজ্য

ঝিনাইদহ সড়ক ও জনপথ বিভাগের সরকারি কোয়ার্টারের মধ্যে দোকন নির্মান করে বিক্রয় ও গোডাউন, কোয়াটারের বাসা ভাড়া দিয়ে রমরমা ভাড়া বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। খোজ নিয়ে জানা যায়, বছরের পর বছর সওজ’র বর্তমান এক কর্মচারি ও সাবেক এক কর্মচারি ও সন্তানরা এ অর্থ বাণিজ্যে করে আসছে।

সরোজমিনে অনুসন্ধানে গিয়ে দেখা যায়, ঝিনাইদহ শহরের উপশহর পাড়ায় সড়ক ও জনপথ বিভাগের সেমি পাকা একটি কোয়ার্টার রয়েছে। নিয়ম অনুযায়ি সংশিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারি ব্যতিত বহিরাগতরা ব্যবহার বা থাকতে পারিবে না। সরোজমিনে দেখা যায়, কোয়াটারের মধ্যে ৬টি ফ্লাট, ১টি গোডাউন, ২টি দোকার ঘর রয়েছে। এর মধ্যে ৩টি ফ্লাটে বর্তমানে কর্মরত তিন কর্মচারি আরিফুল ইসলাম, জহিরুল ইসলাম ও আজিজুল ইসলাম বসবাস করেন।

অন্য ৩টি ফ্লাটের মধ্যে একটিতে সাবেক কর্মচারি মৃত শফিক উদ্দিনের পরিবার মানবিক বিবেচনায় বসবাস করে আসছে। অভিযোগ উঠেছে অন্য দুইটি ফ্লাটের একটিতে কর্মচারি না হয়েও শুধু মাত্র জহিরুল ও আজিজুল এর ভাই হওয়ার সুবাধে জাহিদুল ইসলাম নামে একজন বসবাস করছে।

অপর ফ্লাটটি সওজ’র বর্তমানে অফিস সহকারি ও কাম টাইপিষ্ট মোখলেছুর রহমান বহিরাগত একজনের নিকট প্রায় দুই বছর যাবৎ ভাড়া দিয়ে রেখেছেন। সেখান থেকে তিনি প্রতি মাসে ২হাজার টাকা করে ভাড়া আদায় করে থাকেন। এখানেই শেষ নয় মোখলেছুর রহমান ক্ষমতার দাপট

দেখিয়ে সরকারি কাজে ব্যবহৃত গোডাউন বছরের পর বছর বহিরাগতদের নিকট ভাড়া দিয়েছেন।

বর্তমানে গোডাউনটি কোয়ার্টার সংলগ্ন মামুন নামে এক ভাংড়ি ব্যবসায়ীর নিকট ১বছর মেয়াদি ১০হাজার টাকায় ভাড়া দিয়েছেন। অনুসন্ধানে আরো জানা যায়, সওজ’র আরেক কর্মচারি শফিক উদ্দিন কোয়াটারের জায়গায় অবৈধ ভাবে সেমি পাকা দুইটি দোকান ঘর নির্মান করেন। এর মধ্যে একটি দোকান শফিক উদ্দিন আলমগীর হোসেন নামে একজনের নিকট বিক্রয় করেন। যা পরবর্তিতে আলমগীরে কাছ থেকে প্রায় একযুগ আগে শাহাদত হোসেন নামে এক প্লাস্টিক ব্যবসায়ী ক্রয় করে গোডাউন হিসাবে ব্যবহার করছে।

সাবেক কর্মচারি শফিক উদ্দিন মারা যাবার পর মানবিক বিবেচনায় তার বিধবা স্ত্রী, সন্তানদের থাকতে দেওয়া হয়। কিন্তু এ সুযোগ ব্যবহার করে মৃত শফিকের ছেলে হারুন অপর দোকান ঘরটি দীর্ঘ দিন ধরে ভাড়া দিয়ে আসছেন। বর্তমানে ১০হাজার টাকার চুক্তিতে প্রতি মাসে ৫০০টাকা করে এই দোকান ভাড়া বাবদ অর্থ আদায় করছেন।

কোয়াটারের বাসা ও গোডাউন ভাড়া দেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে সড়ক ও জনপথ বিভাগের অফিস সহকারি ও কাম টাইপিষ্ট মোখলেছুর রহমান বলেন, আমি গোডাউর ভাড়া দেয়নি। আর বাসা ভাড়া দেওয়ার বিষয়ে বলেন, ভাড়াটিয়াকে বলে দিয়েছি আগামী মাসে বাসা ছেড়ে দিতে।

কোয়াটারের দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা ঝিনাইদহ সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মুকুর জ্যোতি বসু বলেন, আমি নতুন এসেছি। বিষয়টি আমার জানা নেই। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিএসএমএমইউতে ৩৭০ শয্যার করোনা সেন্টার চালু

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) ৩৭০ শয্যার অত্যাধুনিক পূর্ণাঙ্গ করোনা সেন্টার চালু করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে যারা কিডনি, হার্টসহ বিভিন্ন জটিল রোগে ভোগার

পাশাপাশি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, তারা এখানে পাবেন উন্নতমানের চিকিত্সা সেবা। বিএসএমএমইউয়ের প্রোভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. রফিকুল আলমের তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও রেসপিরেটরি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সমন্বয়ে গঠিত টিম সেবা প্রদানে সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকবে এই করোনা সেন্টারে।

৩৭০ শয্যার মধ্যে ‘কেবিন ব্লকে’ শয্যার সংখ্যা ২৫০টি এবং ‘বেতার ভবনে’ শয্যার সংখ্যা ১২০টি। ‘কেবিন ব্লকে’ এর মধ্যে ইমার্জেন্সি রোগীদের জন্য রয়েছে ২৪টি শয্যা এবং আইসিইউ শয্যাসংখ্যা হলো ১৬টি। করোনা স্বাস্থ্যসেবায় কেবিন ব্লকে ‘সেন্ট্রাল অক্সিজেন প্ল্যান্ট’ স্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়া রোগীদের সেবা নিশ্চিত করার জন্য হাইফ্লো নেজাল ক্যানুলা, নন-ইনভেসিভ ভেন্টিলেটর, যেমন- সি-প্যাপ, অক্সিজেন কনসেনট্রেটর ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি শয্যায় রয়েছে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সাপোর্টসহ অন্যান্য চিকিত্সা সুবিধা। মূলত গুরুতর অসুস্থ রোগীরাই এখানে ভর্তি হবেন। অন্যদিকে বেতার ভবনের ১২০ শয্যায় ভর্তি হবেন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মডারেট রোগীরা। ৩৭০ শয্যার মধ্যে ১২০ আইসোলেশন বেড রয়েছে। বিএসএমএমইউয়ের করোনা সেন্টারে শনিবার থেকে রোগী ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

প্রতিদিন তিনটি শিফটে ৬০ চিকিত্সক, ১০০ জন নার্স এবং সংশ্লিষ্ট প্যারামেডিক্স, ওয়ার্ডবয়, এমএলএসএসসহ শতাধিক স্বাস্থ্যকর্মীসহ মোট ২৬০ জন জনবলের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী টিম রোগীদের সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। করোনা সেন্টারে এই চিকিত্সাসেবা প্রদান ও রোগী ভর্তি কার্যক্রম ২৪ ঘণ্টাই চালু থাকবে।

দেশে বর্তমানে চিকিত্সায় উচ্চশিক্ষা প্রদান করছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)। দেশের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে আইপিজিএমআরকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়। সেখান থেকে বিভিন্ন বিষয়ে এমডি, এমএস, এমফিল ইত্যাদি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান শুরু হয়। তাই যেকোনো জটিল রোগীরা এখানে সুচিকিত্সা পাবেন।

এ কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চেয়েছিলেন বিএসএমএমইউয়ে করোনা সেন্টার চালু হোক। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্বল্প সময়ের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ করোনা

সেন্টার চালু করেছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া জানান, বিএসএমএমইউয়ের করোনা সেন্টারে রোগীরা সুচিকিত্সা পাবেন। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের নিয়ে টিম গঠন করা হয়েছে। যাদের মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের প্রয়োজন হবে তাদের জন্য এই বোর্ড গঠন করা হবে। আর করোনা রোগীদের জন্য বাড়তি কোনো খরচ নির্ধারণ করা হয়নি। সাধারণ ও গরীব রোগীদের জন্য আগের নিয়ম বহাল থাকবে।

সূত্র- ইত্তেফাক

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে প্রতিদিন আমলকির রস

ভিটামিন সি সমৃদ্ধ আমলকির ওজন কমানোর পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও দারুণ। বিভিন্ন গবেষণায় জানা গেছে, এই ফলে থাকা বিশেষ কিছু অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট ক্যান্সারের মতো মারণ অসুখকেও দূরে রাখতে সাহায্য করে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে অব্যর্থ এই ফল।

রোজ সকালে কাঁচা আমলকি চিবিয়ে খেতে পারেন। তবে এই ফলের রস রোজ একটু করে খেলেই পাবেন উপকার। লো ক্যালরি, লো ফ্যাটের কারণে এই ফলের রস যদি ডায়েটে রাখা যায়, এর চেয়ে ভাল কিছু হতেই পারে না।

ফলের রস নিজেই বাড়িতে করে নিতে হবে। সকালের দিকে এই ফলের রস খালি পেটে খেলে শারীরবৃত্তীয় কারণেই উপকার বেশি হবে। বাড়বে হজমশক্তি।

এক কাপের একটু বেশি পরিমাণে আমলকির রস পানে রোজের জন্য জরুরি ৪৬ শতাংশ ভিটামিন সি-র প্রয়োজন মিটবে। এতে রয়েছে তামাও। এই দু’টিই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে।

রক্ত পরিষ্কার করতে সাহায্য করে আমলকির রস। ভিটামিন সি-র ঘাটতিও

মেটাবে আমলকির রস। তবে ট্যাবলেট আকারে নয়। প্রাকৃতিকভাবে অর্থাৎ ফলের রস হিসেবে খেতে হবে। এ ছাড়াও আমলকির রস পানে ত্বক ভাল থাকে। ভাল থাকে চুলও।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

তেজপাতার ৫ ঔষধি গুণ

বিরিয়ানি হোক কিংবা পোলাও, তাতে অবশ্যই তেজপাতার ছোয়া থাকতে হবে। তেজপাতা ছাড়া রান্নার কথা চিন্তা করাই মুশকিল। শুধু রান্নায় নয়, তেজপাতা আরও নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। খাবার স্বাদ বৃদ্ধির পাশাপাশি ঔষধি গুণ থাকার কারণেও তেজপাতা কদর রয়েছে বিশ্বের বহু দেশে।

জেনে নিন তেজপাতা কোন কোন রোগের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে।

১. ঠান্ডা-কাশিতে
ঠান্ডাজনিত যেকোনো রোগ, ফ্লু ও অন্যান্য সংক্রমণ রোধে লড়াই করে তেজপাতা। শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা হলে, পানিতে দু-তিনটি তেজপাতা দিয়ে ১০ মিনিট গরম করুন। এই পানিতে ভেজানো একটি কাপড় বুকের ওপর রাখুন। ফ্লু, ঠান্ডা ও কাশি থেকে আরাম পাওয়া যাবে। জ্বর সারাতেও সহায়তা করে তেজপাতা।
২. বদহজমে
তেজপাতা হজমক্রিয়া বাড়াতে সহায়তা করে। হজমক্রিয়ায় সমস্যা থাকলে তা সারিয়ে তোলে। বুক জ্বালাপোড়া, পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য হলে তেজপাতা দিয়ে গরম করা এক গ্লাস পানি পান করুন। স্বস্তি পাবেন।

৩. ডায়াবেটিসে
টাইপ-২ ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় তেজপাতার কার্যকারিতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তেজপাতায় রক্তে শর্করা বা চিনি, কোলেস্টেরল কমাতে ও ট্রাইগ্লিসারাইড কমাতে সহায়তা করে। সর্বোচ্চ ফল পেতে তেজপাতা গুঁড়ো করে টানা এক মাস খেতে পারেন। তেজপাতায় থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট শরীরের সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি হৃৎপিণ্ডের কার্যক্রম ভালো রাখে।

৪. ব্যথা উপশমে
তেজপাতার তেল বাতের ব্যথা, মচকানো, কোনো কিছুর চাপ লেগে আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে বা যেকোনো সাধারণ বা দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা উপশম করে। মাইগ্রেন ও মাথাব্যথায় কপালি তেজপাতার তেল মালিশ করলে আরাম পাওয়া যায়।

৫. হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক রোধে
তেজপাতায় এমন সব ভেষজ উপাদান আছে, যা হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের মতো রোগ প্রতিরোধ হৃদযন্ত্রকে রাখে নিরাপদ। বাড়ায় হৃদযন্ত্রের কার্যক্ষমতা।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

সৃজিতের ওয়েব সিরিজে পরীমণি

টলিউডের জনপ্রিয় পরিচালক সৃজিত মুখার্জীর পরিচালনায় ওয়েব সিরিজে কাজ করতে যাচ্ছেন ঢালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী পরীমণি। সিরিজে তার চরিত্রের নাম মুশকান জুবেরী। এতে আরও রয়েছেন চঞ্চল চৌধুরী, মোশাররফ করিম এবং টলিউডের অনির্বাণ ভট্টাচার্য। আজ সোমবার আনন্দবাজার পত্রিকায় এ খবর প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশি লেখক মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিনের ‘রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসেননি’ উপন্যাসটি ওয়েব সিরিজ নির্মাণ করা হবে। হইচই প্ল্যাটফর্মে আসবে সিরিজটি।

এর আগে মুশকান জুবেরীর চরিত্রের জন্য জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসানের নাম ভাবা হয়েছিল। উপন্যাসের লেখকের কাছ থেকে সৃজিত পরামর্শ চাইলে তিনিও জয়াকে নেওয়ার কথাই বলেন।

তবে বিশেষ কারণে এই সিরিজে জয়ার বদলে পরীমনিকে নেওয়া হবে ঠিক হয়েছে। আপাতত সৃজিতের ‘ফেলুদা ফেরত’ সিরিজের পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ চলছে।
বিডি প্রতিদিন

কেন তড়িঘড়ি গলওয়ান সংঘর্ষ নিয়ে ছবি বানানোর ঘোষণা দিলেন অজয় দেবগন?

ভারত-চীন সংঘর্ষ এবার সেলুলয়েডের পর্দায়। অজয় দেবগন ফিল্মস-এর ব্যানারে তৈরি হবে গলওয়ান সংঘর্ষ নিয়ে ছবি।

বলিউডি দেশাত্মবোধক ছবির কথা বললেই ভেসে ওঠে বিশেষ কয়েকটি মুখ। সেই তালিকায় প্রথম দিকেই রয়েছেন অজয় দেবগন। লাদাখের গলওয়ান উপত্যকায় ভারত-চীন সেনার সংঘর্ষ নিয়ে ছবি বানাচ্ছেন এই অভিনেতা। সীমান্তের টেনশন নিয়ে ছবি বানানোর জন্য সবসময়ই মুখিয়ে থাকে বলিউড। যেমন সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নিয়ে হয়েছে ‘উরি’। লাদাখে ভারত-চীন সংঘর্ষ নিয়েও যে ছবি হবে, তা মোটামোটি আঁচ করাই গিয়েছিল। তবে এত তাড়াতাড়ি হবে তা একটু আশ্চর্যের।

ছবি বানানো আর্ট বটে, তবে বাণিজ্যের ব্যাপারটা ভুললে চলবে না। ২০ জন ভারতীয় সেনা সদস্যের আত্মত্যাগের গল্প মানুষ দেখবেন আবেগের সঙ্গে। অন্য কেউ এই আবেগকে পর্দায় ফুটিয়ে তোলার আগেই নিজের নাম খোদাই করলেন অজয়। LOC কার্গিল, ভগত সিং, তানাজি’র মতো ছবিতে অজয় দেবগন যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য।

তবে গলওয়ান ভ্যালি সংঘর্ষ নিয়ে ছবি করার সিদ্ধান্ত অভিনেতা অজয়ের চেয়েও বেশি প্রযোজক অজয়ের। এই ছবির ব্যাপারে তাকে পরীক্ষায় ফেলে দিতে পারতেন অক্ষয় কুমার। তিনিও দেশাত্ববোধক ছবি করতে ভালবাসেন। ‘এয়ারলিফট’, ‘রুস্তম’, ‘বেবি’-তে এই ফর্মুলা মেনে অক্ষয় সফল। সেই ভয়েই তড়িঘড়ি নিজের নাম লিখিয়ে নিলেন কিনা অজয়, তা বলা মুশকিল।

ছবির সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই জানা যায়নি। কবে ছবির শ্যুটিং শুরু হবে, কিংবা ছবির নামই বা কী, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রাখতে চান প্রযোজক-অভিনেতা অজয় দেবগন। সূত্র: নিউজ এইটটিন

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (2) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]